দৈনিক জনকণ্ঠ

6/10/2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা 9 কলাম 4

প্রতিবছর অসংখ্য শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে

কিশোরগঞ্জের প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র

শাহ আজিজুল হক, *কিশোরগঞ্জ থেকে*

জেলার ১৩টি উপজেলার সরকারী প্রাইমারী স্কুলের ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের একটা বিরাট অংশ প্রতিবছর ঝরে পড়ছে। এর কারণ অনুসন্ধানে জানা গেছে, আর্থিক অসচ্ছলতা, শিশুশ্রম, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, অভিভাবকগণের অজ্ঞতা-অনীহা প্রভৃতি। ঝরেপড়া শিশুরা কৃষিকাজ, ইটভাটি, হোটেল-রেস্তরাঁ, ওয়েল্ডিং কারখানাসহ বিভিন্ন কারখানায় শিশু শ্রমিকের চাকরি সর্বোপরি হকার বা ফেরিওয়ালার পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। এছাড়াও আরেকটি অংশ ভিক্ষাবৃত্তি বা কিশোর অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে। জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের মনিটরিং অফিসার সূত্রে পাওয়া পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে, ইতোমধ্যে সারা জেলায় ৩২ হাজার ৫শ' ৮৫টি, শিশু শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়েছে। ঝরে পড়ার এ সংখ্যা শতকরা ৩৬ ভাগ। উপজেলাওয়ারী ঝরে পড়ার সংখ্যা হচ্ছে কিশোরগঞ্জ সদর ৩ হাজার ৯৯, পাকুন্দিয়া ১১শ' ২৫, করিমগঞ্জ ২ হাজার ৫শ' ২৯, কটিয়াদি ১ হাজার ৯শ ৮০, কুলিয়ারচর ২ হাজার ১৪, তাড়াইল ২ হাজার ৭শ' ৪২, ইটনা ৪ হাজার ৩শ' ১৫, মিঠামইন ৭শ' ২১, বাজিতপুর ৫ হাজার ২৯, ভৈরব ২ হাজার ৫শ' ৫৯, হোসেনপুর ১ হাজার ৩শ' ৫৪, অষ্টগ্রাম ১ হাজার ৮শ' ২৫ ও নিকলী ৩ হাজার ২শ' ৯২। উক্ত পরিসংখ্যান বিষয়ে বেসরকারী একাধিক উন্নয়ন সংস্থার সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো সংশয় প্রকাশ করেছে। তাদের মতে, ঝরে পড়ার সংখ্যা প্রায় অর্ধ লাখ।